দৈনিক খবর

তারিখ ...25 JAN 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই?

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহবানে দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা গত এক সপ্তাহ যাবৎ ধর্মঘটে রয়েছেন। সরকার ঘোষিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার, শিক্ষকদের পদোন্নতি ও উচ্চতর বেতন স্কেলসহ বিভিন্ন দাবীতে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা এই অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল স্থানের বেসরকারী শিক্ষকরা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন, ফলে গুটিকয়েক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে এবং এতে করে দেশের প্রায় ৪৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা-জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। গতকাল ধর্মঘটের ৭ম দিবস অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু এই এক সপ্তাহের মধ্যেও শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারী কর্মকর্তাদের কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। আলোচনার কোন উদ্যোগও সরকার নেননি। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে, অথচ অচলাবস্থা নিরসনে সরকারী মহলে কোন রকম উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না- এটা তাজ্জব ব্যাপারই বটে। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক সংকট সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী মহলের উদ্বেগহীন মন-মানসিকতা সত্যিই বিস্ময়কর। তাদের নির্লিপ্ততা সংকটকে শুধু তীব্রতর করে তুলতেই সাহায্য করছে।

বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে কোন রকম ঘোরপ্যাচ আছে বলে মনে হয় না। তাদের দাবীগুলো খুবই পরিষ্কার। সরকার ঘোষিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার এবং শিক্ষকদের পদোন্নতি ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদানই ধর্মঘটী শিক্ষকদের মূল দাবী। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাথে কর্তৃপক্ষের আলাপ-আলোচনার দ্বারা এ বিষয়গুলো নিরসন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এ আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষক ধর্মঘটের ব্যাপারটাকে আমলে আনতে চাইছেন না- যেন এ সম্পর্কে তাদের কিছুই করণীয় নেই। কিন্তু শিক্ষার মতো অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়কে এভাবে পাশ কেটে চলার পরিণতি কতদূর বিপজ্জনক হতে পারে সে বিষয়ে আমরা সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরী মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে দেশের সমস্ত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এক সপ্তাহ যাবৎ বন্ধ রয়েছে। ৪৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা-জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই অবিলম্বে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতাদের সাথে আলোচনায় বসে তাদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার বলে আমরা মনে করি। আর কালক্ষেপণ না করে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনে সক্ষম হয়েছেন এটা দেখতে পেলেই আমরা আনন্দিত হব।